

সাক্ষরতা যেন পূর্ব থেকেই চালু রয়েছে। কিন্তু এ সংস্থাটি বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে সব শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। বাবিমক বাংলা-ইংরেজি সাক্ষরতা কোর্স পড়ানোর পক্ষে সুপারিশ করেছে এ জন্য যে, স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়েই বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর (literate) হয়ে ওঠে। একইভাবে বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বঙ্গবিদ্যা কোর্স চালু করতে যাচ্ছে, যেন সব শিক্ষার্থী বঙ্গবিদ্যা (বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ) বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানদীপ্ত হয়ে স্নাতক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা শুরু করে। কিন্তু বাবিমকের এই উদ্যোগটি উচ্চশিক্ষা নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা দুই-একটি কোর্স পড়িয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তেমনিভাবে দুই-একটি কোর্স পড়িয়ে বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানদীপ্ত করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর অথবা বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা হলো বুনিয়াদি শিক্ষার অংশ। শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষাটি কালক্রমে একটি শিখন প্রক্রিয়াধীনে ধাপে ধাপে অর্জন করে থাকে। সে জন্য শিক্ষা-দর্শন অনুসরণে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, এই বুনিয়াদি

করতে পারে, যেন শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেই এই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদানের মতো করে শিক্ষা ব্যবস্থাটি চলে সাজাতে পারে। কিন্তু বাবিমক কোনোমতেই বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর অথবা বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার মতো বুনিয়াদি শিক্ষার দায়িত্বটি নিজের ঘাড়ে নিতে পারে না। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগটি পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নিতে পারে। বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হয়ে আসা শিক্ষার্থীদের বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানের অপূর্ণতার বিষয়টি সরকারকে অবহিত করতে পারে, যেন সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার ভারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করতে পারে। কিন্তু বাবিমক কোনোক্রমেই বুনিয়াদি শিক্ষার ভার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাতে গছিয়ে দিতে পারে না।

অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
bangla1999@hotmail.com

Share    

© eSamakal 2017. All Rights Reserved.

সাক্ষরতা যোগান পুষে যেকোনো
চালু রয়েছে। কিন্তু এ
সংস্থাটি বর্তমানে স্নাতক
পর্যায়ে সব শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক
বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের
উদ্যোগ নিয়েছে। বাবিমক বাংলা-
ইংরেজি সাক্ষরতা কোর্স পড়ানোর
পক্ষে সুপারিশ করেছে এ জন্য যে,
স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের
উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়েই
বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর (literate)
হয়ে ওঠে। একইভাবে বাবিমক স্নাতক
পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বঙ্গবিদ্যা কোর্স
চালু করতে যাচ্ছে, যেন সব শিক্ষার্থী
বঙ্গবিদ্যা (বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ)
বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানদীপ্ত হয়ে স্নাতক
পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা শুরু করে।
কিন্তু বাবিমকের এই উদ্যোগটি
উচ্চশিক্ষা নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
নয়। কেননা দুই-একটি কোর্স পড়িয়ে
শিক্ষার্থীদের যেমন বাংলা-ইংরেজিতে
সাক্ষর করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়,
তেমনিভাবে দুই-একটি কোর্স পড়িয়ে
বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানদীপ্ত করে
গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাছাড়া
বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর অথবা
বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা হলো বুনিয়াদি
শিক্ষার অংশ। শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষাটি
কালক্রমে একটি শিখন প্রক্রিয়াধীনে
ধাপে ধাপে অর্জন করে থাকে। সে
জন্য শিক্ষা-দর্শন অনুসরণে
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে
সাজানো হয়েছে যে, এই বুনিয়াদি

কমিশন মাধ্যমিক ও উচ্চ
মাধ্যমিক শিক্ষা
অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষার উচ্চ
মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেই এই বুনিয়াদি
শিক্ষা প্রদানের মতো করে শিক্ষা
ব্যবস্থাটি চেলে সাজাতে পারে। কিন্তু
বাবিমক কোনোমতেই বাংলা-
ইংরেজিতে সাক্ষর অথবা
বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার মতো
বুনিয়াদি শিক্ষার দায়িত্বটি নিজের
ঘাড়ে নিতে পারে না।
উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাবিমক
স্নাতক পর্যায়ে বাংলা-ইংরেজিতে
সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের
উদ্যোগটি পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ
নিতে পারে। বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে
ভর্তি হয়ে আসা শিক্ষার্থীদের বাংলা-
ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা
বিষয়ে জ্ঞানের অপূর্ণতার বিষয়টি
সরকারকে অবহিত করতে পারে,
যেন সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
মাধ্যমে বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা
এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার ভারটি
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করতে পারে।
কিন্তু বাবিমক কোনোক্রমেই বুনিয়াদি
শিক্ষার ভার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
হাতে গছিয়ে দিতে পারে না।
অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
bangla1999@hotmail.com

বাংলাদেশের সনাদি
আর দাবি রিহাবের
হ
সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর



© eSamakal 2017. All Rights Reserved.

← আগের পাতা

সাক্ষরতা যেন পূর্ব থেকেই চালু রয়েছে। কিন্তু এ সংস্থাটি বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে সব শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। বাবিমক বাংলা-ইংরেজি সাক্ষরতা কোর্স পড়ানোর পক্ষে সুপারিশ করেছে এ জন্য যে, স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়েই বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর (literate) হয়ে ওঠে। একইভাবে বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক বঙ্গবিদ্যা কোর্স চালু করতে যাচ্ছে, যেন সব শিক্ষার্থী বঙ্গবিদ্যা (বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ) বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানদীপ্ত হয়ে স্নাতক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা শুরু করে। কিন্তু বাবিমকের এই উদ্যোগটি উচ্চশিক্ষা নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা দুই-একটি কোর্স পড়িয়ে শিক্ষার্থীদের যেমন বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তেমনিভাবে দুই-একটি কোর্স পড়িয়ে বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানদীপ্ত করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর অথবা বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষা হলো বুনিয়াদি শিক্ষার অংশ। শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষাটি কালক্রমে একটি শিখন প্রক্রিয়াধীনে ধাপে ধাপে অর্জন করে থাকে। সে জন্য শিক্ষা-দর্শন অনুসরণে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, এই বুনিয়াদি

কমিশন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মধ্যেই এই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদানের মতো করে শিক্ষা ব্যবস্থাটি টেলে সাজাতে পারে। কিন্তু বাবিমক কোনোমতেই বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষর অথবা বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার মতো বুনিয়াদি শিক্ষার দায়িত্বটি নিজের ঘাড়ে নিতে পারে না। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগটি পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নিতে পারে। বাবিমক স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হয়ে আসা শিক্ষার্থীদের বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানের অপূর্ণতার বিষয়টি সরকারকে অবহিত করতে পারে, যেন সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলা-ইংরেজিতে সাক্ষরতা এবং বঙ্গবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষার ভারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত করতে পারে। কিন্তু বাবিমক কোনোক্রমেই বুনিয়াদি শিক্ষার ভার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাতে গছিয়ে দিতে পারে না।

অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
bangla1999@hotmail.com

Share →

